ইওরোপে

আমাদের দেশে বলে, পায়ে চক্কর থাকলে সে লোক ভবঘুরে হয়। আমার পায়ে বোধ হয় সমস্তই চক্কর। বোধ হয় বলি কেন? -- পা নিরীক্ষণ করে, চক্কর আবিষ্কার করবার অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে চেষ্টা একেবারে বিফল; সে শীতের চোটে পা ফেটে খালি চৌ-চাকলা, তায় চক্কর ফক্কর বড় দেখা গেল না। যা হোক -- যখন কিংবদন্তী রয়েছে তখন মেনে নিলুম যে আমার পা চক্করময়। ফল কিন্তু সাক্ষাৎ -- এত মনে করলুম যে, পারি-তে বসে কিছুদিন ফরাসী ভাষা ও সভ্যতা আলোচনা করা যাবে; পুরানো বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ করে, এক গরিব ফরাসী নবীন বন্ধুর বাসায় গিয়ে বাস করলুম -- (তিনি জানেন না ইংরেজী, আমার ফরাসী -- সে এক অদ্ভুত ব্যাপার!) বাসনা যে, বোবা হয়ে বসে থাকার না-পারকতায় -- (কাজে কাজেই) ফরাসী বলবার উদ্যোগ হবে, আর গড়গড়িয়ে ফরাসী ভাষা এসে পড়বে। [তা নয়] কোথায় চললুম ভিয়েনা, তুরকি, গ্রীস, ইজিপ্ত, জেরুসালেম পর্যটন করতে! ভবিতব্য কে ঘোচায় বলো। তোমায় পত্র লিখছি মুসলমান-প্রভুত্বের অবশিষ্ট রাজধানী কনস্টান্টিনোপল হতে।

সঙ্গের সঙ্গী তিন-জন -- দুজন ফরাসী, একজন আমেরিক। আমেরিক তোমাদের পরিচিতা মিস্ ম্যাক্‌লাউড। ফরাসী পুরুষ বন্ধু মস্যিয় জুল বোওয়া --[১] ফ্রান্সের একজন সুপ্রতিষ্ঠিত দার্শনিক ও সাহিত্যলেখক; আর ফরাসিনী বন্ধু জগদ্বিখ্যাত গায়িকা মাদ্‌মোয়াজেল কালভে[২]। ফরাসী ভাষায় 'মিস্টর' হচ্চেন 'মস্যিয়', আর 'মিস্' হচ্চেন 'মাদমোয়াজেল' -- 'জ'টা পূর্ববাঙলার 'জ'। মাদ্‌মোয়াজেল কালভে আধুনিক কালের সর্বশ্রেষ্ঠা গায়িকা -- অপেরা গায়িকা। এঁর গীতের এত সমাদর যে, এঁর তিন লক্ষ, চার লক্ষ টাকা বাৎসরিক আয়, খালি গান গেয়ে। এঁর সহিত আমার পরিচয় পূর্ব হতে।

পাশ্চাত্য দেশের সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী মাদাম সারা বার্নহার্ড[৩], আর সর্বশ্রেষ্ঠা গায়িকা কালভে -- দুজনেই ফরাসী, দুজনেই ইংরেজী ভাষার সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা, কিন্তু ইংলন্ড ও আমেরিকায় মধ্যে মধ্যে যান ও অভিনয় [করে] আর গীত গেয়ে লক্ষ লক্ষ ডলার সংগ্রহ করেন। ফরাসী ভাষা সভ্যতার ভাষা -- পাশ্চাত্য জগতের ভদ্রলোকের চিহ্ন -- সকলেই জানে, কাজেই এদের ইংরেজী শেখবার অবকাশ এবং প্রবৃত্তি নাই।

মাদাম বার্নহার্ড বর্ষীয়সী; কিন্তু সেজে মঞ্চে যখন ওঠেন, তখন যে বয়স, যে লিঙ্গ [স্ত্রী বা পুরুষ চরিত্র] অভিনয় করেন, তার হুবুহু নকল! বালিকা বালক, যা বল তাই -- হুবুহু, আর সে আশ্চর্য আওয়াজ! এরা বলে তাঁর কণ্ঠে রূপার তার বাজে! বার্নহার্ডের অনুরাগ -- বিশেষ ভারতবর্ষের উপর, আমায় বারংবার বলেন, তোমাদের দেশ 'ত্রেজাঁসিএন, ত্রেসিভিলিজে' (trés ancien trés civilisé) -- অতি প্রাচীন, অতি সুসভ্য। এক বৎসর ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত এক নাটক অভিনয় করেন; তাতে মঞ্চের উপর বিলকুল এক ভারতবর্ষের রাস্তা খাড়া করে দিয়েছিলেন -- মেয়ে, ছেলে, পুরুষ, সাধু, নাগা -- বিলকুল ভারতবর্ষ!! আমায় অভিনায়ন্তে বলেন, 'আমি মাসাবধি প্রত্যেক মিউজিয়ম বেড়িয়ে ধারতের পুরুষ, মেয়ে, পোশাক, রাস্তা, ঘাট পরিচয় করেছি'। বার্নহার্ডের ভারত দেখবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল -- 'সে মঁ র‍্যাভ (C'est mon rave) সে মঁ র‍্যাভ' -- সে আমার জীবনস্বপ্ন। আবার প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্[৪] তাঁকে বাঘ হাতি শিকার করাবেন প্রতিশ্রুত আছেন। তবে বার্নহার্ড বললেন -- সে দেশে যেতে গেলে, দেড় দুলাখ টাকা খরচ না করলে কি হয়? টাকার অভাব তাঁর নাই -- 'লা দিভিন সারা!!' (La divine Sarah) -- দৈবী সারা, তাঁর আবার টাকার অভাব কি? -- যাঁর স্পেশাল ট্রেন ভিন্ন গতায়ত নেই! -- সে ধুম বিলাস, ইওরোপের

---

[১] Momsieur Jules Bois
[২] Mademoiselle Calve
[৩] Sarah Bernhardt
[৪] পরে রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড

অনেক রাজা-রাজরা পারে না; যাঁর থিয়েটারে মাসাবধি আগে থেকে দুনো দামে টিকিট কিনে রাখলে তবে স্থান হয়, তাঁর টাকার বড় অভাব নেই, তবে সারা বার্নহার্ড বেজায় খরচে। তাঁর ভারতভ্রমণ কাজেই এখন রইল।

মাদ্‌মোয়াজেল কালভে এ শীতে গাইবেন না, বিশ্রাম করবেন -- ইজিপ্ত প্রভৃতি নাতিশীত দেশে চলেছেন। আমি যাচ্ছি -- এঁর অতিথি হয়ে। কালভে যে শুধু সঙ্গীতের চর্চা করেন, তা নয়; বিদ্যা যথেষ্ট, দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মশাস্তের বিশেষ সমাদর করেন। অতি দরিদ্র অবস্থায় জন্ম হয়; ক্রমে নিজের প্রতিভাবলে, বহু পরিশ্রমে, বহু কষ্ট সয়ে এখন প্রভূত ধন! -- রাজা-বাদশার সম্মানের ঈশ্বরী।

মাদাম মেলবা, মাদাম এমা এমস্‌ প্রভৃতি বিখ্যাত গায়িকাসকল আছেন; জাঁ দ্য রেজকি, প্লাঁস[৫] প্রভৃতি অতি বিখ্যাত গায়কসকল আছেন; এঁরা সকলেই দুই তিন লক্ষ টাকা বাৎসরিক রোজগার করেন! কিন্তু কালভের বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে এক অভিনব প্রতিভা! অসাধারণ রূপ, যৌবন, প্রতিভা আর দৈবী কণ্ঠ -- এসব একত্র সংযোগে কালভেকে গায়িকামন্ডলীর শীর্ষস্থানীয়া করেছে। কিন্তু দুঃখ দারিদ্র্য অপেক্ষা শিক্ষক আর নেই! সে শৈশবের অতি কঠিন দারিদ্র দুঃখ কষ্ট -- যার সঙ্গে দিনরাত যুদ্ধ করে কালভের এই বিজয়লাভ, সে সংগ্রাম তাঁর জীবনে এক অপূর্ব সহানুভূতি, এক গভীর ভাব এনে দিয়েছে। আবার এ দেশে উদ্যোগ যেমন, উপায়ও তেমন। আমাদের দেশে উদ্যোগ থাকলেও উপায়ের একান্ত অভাব। বাঙালীর মেয়ের বিদ্যা শেখবার সমধিক ইচ্ছা থাকলেও উপায়াভাবে বিফল; বাঙলা ভাষায় আছে কি শেখবার? বড় জোর পচা নভেল-নাটক!! আবার বিদেশী ভাষায় বা সংস্কৃত ভাষায় আবদ্ধ বিদ্যা, দু-চার জনের জন্য মাত্র। এসব দেশে নিজের ভাষার অসংখ্য পুস্তক; তার উপর যখন যে ভাষায় একটা নূতন কিছু বেরুচ্চে, তৎক্ষণাৎ তার অনুবাদ করে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করছে।

মস্যিয় জুল বোওয়া প্রসিদ্ধ লেখক; ধর্মসকলের, কুসংস্কারসকলের ঐতিহাসিক তত্ত্ব-আবিষ্কারে বিশেষ নিপুণ। মধ্যযুগে ইওরোপে যে সকল শয়তানপূজা, জাদু, মারণ, উচাটন, ছিটেফোঁটা মন্ত্রতন্ত্র ছিল এবং এখনও যা কিছু আছে, সে সকল ইতিহাসবদ্ধ করে এঁর এক প্রসিদ্ধ পুস্তক। ইনি সুকবি এবং ভিক্তর হ্যুগো, লা মার্টিন প্রভৃতি ফরাসী মহাকবি এবং গ্যেটে, শিলার প্রভৃতি জার্মান মহাকবিদের ভেতর যে ভারতের বেদান্তভাব প্রবেশ করেছে, সেই ভাবের পোষক। বেদান্তের প্রভাব ইওরোপে -- কাব্য এবং দর্শনশাস্ত্রে সমধিক। ভাল কবি মাত্রই দেখছি বেদান্তী; দার্শনিক তত্ত্ব লিখতে গেলেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বেদান্ত। তবে কেউ কেউ স্বীকার করতে চায় না নিজের সম্পূর্ণ নূতনত্ব বাহাল রাখতে চায় -- যেমন হারবার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি; কিন্তু অধিকাংশরাই স্পষ্ট স্বীকার করে। এবং না করে যায় কোথা -- এ তার, রেলওয়ে, খবরকাগজের দিনে? ইনি অতি নিরভিমান, শান্তপ্রকৃতি, এবং সাধারণ অবস্থার লোক হলেও অতি যত্ন করে আমায় নিজের বাসায় প্যারিসে রেখেছিলেন। এখন একসঙ্গে ভ্রমণে চলেছেন।

কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত পথের সঙ্গী আর এক দম্পতি -- পেয়র হিয়াসান্থ[৬] এবং তাঁর সহধর্মিণী। পেয়র (অর্থাৎ পিতা) হিয়াসান্থ ছিলেন ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের এক কঠোর তপস্বী-শাখাভুক্ত সন্ন্যাসী। পান্ডিত্য ও অসাধারণ বাগ্মিতাগুণে এবং তপস্যার প্রভাবে ফরাসী দেশে এবং সমগ্র ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে এঁর অতিশয় প্রতিষ্ঠা ছিল। মহাকবি ভিক্তর হ্যুগো দুজন লোকের ফরাসী ভাষার প্রশংসা করতেন -- তার মধ্যে পেয়র হিয়াসান্থ একজন। চল্লিস বৎসর বয়ঃক্রমকালে পেয়র হিয়াসান্থ এক আমেরিক নারীর প্রণয়াবদ্ধ হয়ে তাকে করে ফেললেন বে -- মহা হুলস্থূল পড়ে গেল; অবশ্য ক্যাথলিক সমাজ তৎক্ষণাৎ তাঁকে ত্যাগ করলে। শুধু পা, আলখাল্লা-পরা তপস্বি-বেশ ফেলে পেয়র হিয়াসান্থ গৃহস্থের হ্যাট কোট বুট পরে হলেন -- মস্যিয় লয়জন্‌[৭] । আমি কিন্তু তাঁকে তাঁর পূর্বের নামেই ডাকি।

---

[৫] Jean de Reszke, Plancon

[৬] Pere Hyacinthe

[৭] Monsieur Loyson

সে অনেক দিনের কথা, ইওরোপ-প্রসিদ্ধ হাঙ্গাম! প্রোটেস্টান্টরা তাঁকে সমাদরে গ্রহণ করলে, ক্যাথলিকরা ঘৃণা করতে লাগলো। পোপ লোকটার গুণাতিশয্যে তাঁকে ত্যাগ করতে না চেয়ে বললেন, 'তুমি গ্রীক ক্যাথলিক পাদ্রী হয়ে থাকো (সে শাখার পাদ্রী একবার মাত্র বে করতে পায়, কিন্তু বড় পদ পায় না), কিন্তু রোমান চার্চ ত্যাগ ক'রো না।' কিন্তু লয়জন্ গেহিনী তাঁকে টেনে হিঁচড়ে পোপের ঘর থেকে বার করলে। ক্রমে পুত্র পৌত্র হল; এখন অতি স্থবির লয়জন্ জেরুসালেমে চলেছেন -- ক্রিশ্চান আর মুসলমানের মধ্যে যাতে সদ্ভাব হয়, সেই চেষ্টায়। তাঁর গেহিণী বোধ হয় অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, লয়জন্ বা দ্বিতীয় মার্টিন লুথার হয়, পোপের সিংহাসন উল্টে বা ফেলে দেয় -- ভূমধ্যসাগরে! সে সব তো কিছুই হল না; হল -- ফরাসীরা বলে, 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট'। কিন্তু মাদাম লয়জনের -- সে নান দিবাস্বপ্ন চলেছে!! বৃদ্ধ লয়জন্ অতি মিষ্টভাষী, নম্র ভক্ত প্রকৃতির লোক। আমার সঙ্গে দেখা হলেই কত কথা -- নানা ধর্মের, নানা মতের। তবে ভক্ত মানুষ -- অদ্বৈতবাদে একটু ভয় খাওয়া আছে। গিন্নীর ভাবটা বোধ হয় আমার উপর কিছু বিরূপ। বৃদ্ধের সঙ্গে যখন আমার ত্যাগ বৈরাগা সন্ন্যাসের চর্চা হয়, স্থবিরের প্রাণে -- সে চিরদিনের ভাব জেগে ওঠে, আর গিন্নীর বোধহয় গা কস্ কস্ করে। তার উপর মেয়ে-মদ্দ সমস্ত ফরাসীরা যত দোষ গিন্নীর উপর ফেলে; বলে, 'ও মাগী আমাদের এক মহাতপস্বী সাধুকে নষ্ট ক'রে দুয়েছে'!! গিন্নীর কিছু বিপদ বইকি -- আবার বাস হচ্চে প্যারিসে, ক্যাথলিকের দেশে। বে-করা পাদ্রীকে ওরা দেখলে ঘৃণা করে, মাগ-ছেলে নিয়ে ধর্মপ্রচার এ ক্যাথলিক আদতে সহ্য করবে না। গিন্নীর আবার একটু ঝাঁজ আছে কিনা। একবার গিন্নী এক অভিনেত্রীর উপর ঘৃণা প্রকাশ করে বললেন, 'তুমি বিবাহ না ক'রে অমুকের সঙ্গে বাস ক'রছ, তুমি বড় খারাপ'। সে অভিনেত্রী ঝট্ জবাব দিলে, 'আমি তোমার চেয়ে লক্ষ গুণে ভালো। আমি একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে বাস করি, আইন-মত বে না হয় নাই করেছি; আর তুমি মহাপাপী -- এত বড় একটা সাধুর ধর্ম নষ্ট করলে!! যদি তোমার প্রেমের ঢেউ এতই উঠছিল, তা না হয় সাধুর সেবা-দাসী হয়ে থাকতে; তাকে বে ক'রে -- গৃহস্থ ক'রে তাকে উৎসন্ন কেন দিলে?' 'পচাকুমড়ো শরীরের' কথা শুনে যে দেশে হাসতুম, তার আর এক দিক দিয়ে মানে হয় -- দেখছ?

যাক, আমি সমস্ত শুনি, চুপ করে থাকি। মোদ্দা -- বৃদ্ধ পেয়র হিয়াসিন্থ বড়ই প্রেমিক আর শান্ত; সে খুশি আছে তার মাগ-ছেলে নিয়ে; দেশ সুদ্ধ লোকের তাতে কি? তবে গিন্নীটি একটু শান্ত হলেই বোধ হয় সব মিটে যায়। তদে কি জান ভায়া, আমি দেখছি যে, পুরুষ আর মেয়ের মধ্যে সব দেশেই বোঝবার ও বিচার করবার রাস্তা আলাদা। পুরুষ একদিক দিয়ে বুঝবে, মেয়েমানুষ আর একদিক দিয়ে বুঝবে; পুরুষের যুক্তি এক রকম, মেয়েমানুষের আর এক রকম। পুরুষে মেয়েকে মাফ করে, আর পুরুষের ঘাড়ে দোষ দেয়; মেয়েতে পুরুষকে মাফ করে, আর সব দোষ মেয়ের ঘাড়ে দেয়।

এদের সঙ্গে আমার বিশেষ লাভ এই যে, ঐ এক আমেরিক ছাড়া এরা কেউ ইংরেজী জানে না; ইংরেজী ভাষায় কথা একদম বন্ধ,[৮] কাজেই কোন রকম করে আমায় কইতে হচ্চে ফরাসী এবং শুনতে হচ্চে ফরাসী।

প্যারিস নগরী হতে বন্ধুবর ম্যাকসিম্ নানাস্থানে চিঠিপত্র যোগাড় করে দিয়েছেন, যাতে দেশগুলো যথাযথ রকমে দেখা হয়। ম্যাকসিম্ -- বিখ্যাত ম্যাকসিম্ গানে'র নির্মাতা; যে তোপে ক্রমাগত গোলা চলতে থাকে -- আপনি ঠাসে, আপনি ছোঁড়ে -- বিরাম নাই। ম্যাকসিম্ আদতে আমেরিকান; এখন ইংলন্ডে বাস, তোপের কারখানা ইত্যাদি --। ম্যাকসিম্ তোপের কথা বেশি কইলে বিরক্ত হয়, বলে, 'আরে বাপু, আমি কি আর কিছুই করিনি -- ঐ মানুষ-মারা কলটা ছাড়া?' ম্যাকসিম্ চীন-ভক্ত, ভারত-ভক্ত, ধর্ম ও দর্শনাদি সম্বন্ধে সুলেখক। আমার বইপত্র পড়ে অনেক দিন হতে আমার উপর বিশেষ অনুরাগ -- বেজায় অনুরাগ। আর ম্যাকসিম্ সব রাজা-রাজড়াকে তোপ বেচে, সব দেশে জানাশুনা, কিন্তু তাঁর বিশেষ বন্ধু লি হুং চাঙ, বিশেষ শ্রদ্ধা চীনের উপর, ধর্মানুরাগ কংফুছে মতে। চীনে

[৮] পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে একটি রীতি এই -- একটি দলের মধ্যে সকলেই যে ভাষা জানেন, একত্র অবস্থানকালে সেই ভাষায় কথা না কওয়া অসভ্যতার পরিচায়ক।

নাম নিয়ে মধ্যে মধ্যে কাগজে ক্রিশ্চান পাদ্রীদের বিপক্ষে লেখা হয় -- তারা চীনে কি করতে যায়, কেন বা যায়, ইত্যাদি; ম্যাকসিম্ চীনে ধর্মপ্রচার আদতে সহ্য করতে পারে না! ম্যাকসিমের গিন্নিটিও ঠিক অনুরূপ -- চীন-ভক্তি, ক্রিশ্চানি-ঘৃণা! ছেলেপুলে নেই, বুড়ো মানুষ -- অগাধ ধন।

যাত্রার ঠিক হল -- প্যারিস থেকে রেলযোগে ভিয়েনা, তারপর কনস্টান্টিনোপল, তারপর জাহাজে এথেন্স, গ্রীস, তারপর ভূমধ্যসাগরপার ইজিপ্ত, তারপর আশিয়া মানির, জেরুসালেম ইত্যাদি। 'ওরিআঁতাল এক্সপ্রেস ট্রেন' প্যারিস হতে স্তাম্বুল পর্যন্ত ছোটে প্রতিদিন। তায় আমেরিকার নকলে শোবার বসবার খাবার স্থান। ঠিক আমেরিকার গাড়ির মতো সুসম্পন্ন না হলেও কতক বটে। সে গাড়িতে চড়ে ২৪শে অক্টোবর প্যারিস ছাড়তে হচ্চে।

ফ্রান্স ও জার্মানি

আজ ২৩শে অক্টোবর; কাল সন্ধ্যার সময় প্যারিস হতে বিদায়। এ বৎসর এ প্যারিস সভ্যজগতে এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিগ্‌দেশ-সমাগত সজ্জনসঙ্গম। দেশ-দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভাপ্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন, আজ এ প্যারিসে। এ মহাকেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্বজনসমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি -- এ জার্মান ফরাসী ইংরেজ ইতালী প্রভৃতি বুধমন্ডলী-মন্ডিত মহা রাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভমন্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির -- আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন, সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে. সি. বোস! একা যুবা বাঙালী বৈদ্যুতিক আজ বিদ্যুদ্‌বেগে পাশ্চাত্য-মন্ডলীকে নিজের প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ করলেন -- সে বিদ্যুৎসঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন-তরঙ্গ সঞ্চার করলে! সমগ্র বৈদ্যুতিকমন্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশ বসু -- ভারতবাসী, বঙ্গবাসী, ধন্য বীর! বসুজ ও তাঁহার সতী সাধ্বী সর্বগুণসম্পন্না গেহিনী যে দেশে যান, সেথায়ই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন -- বাঙালীর গৌরব বর্ধন করেন। ধন্য দম্পতি!

আর মিঃ লেগেট প্রভূত অর্থব্যয়ে তাঁর প্যারিসস্থ প্রাসাদে ভোজনাদি-ব্যপদেশে নিত্য নানা যশস্বী ও যশস্বিনী নর-নারীর সমাগম সিদ্ধ করেছেন, তারও আজ শেষ। কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নৈতিক, সামাজিক, গায়ক, গায়িকা, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, চিত্রকর, শিল্পী, ভাস্কর, বাদক -- প্রভৃতি নানা জাতির গুণিগণ-সমাবেশ মিস্টর লেগেটের আতিথ্য-সমাদর-আকর্ষণে তাঁর গৃহে। সে পর্বতনির্ঝরবৎ কথাচ্ছটা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ চতুর্দিক-সমুত্থিত ভাববিকাশ, মোহিনী সঙ্গীত, মনীষি-মনঃসংঘর্ষ-সমুত্থিত চিন্তামন্ত্রপ্রবাহ সকলকে দেশকাল ভুলিয়ে মুগ্ধ করে রাখত! -- তারও শেষ।

সকল জিনিসেরই অন্ত আছে। আজ আর একবার পুঞ্জীকৃতভাবরূপ স্থিরসৌদামিনী, এই অপূর্ব ভূস্বর্গ-সমাবেশ প্যারিস-এগজিবিশন দেখে এলুম।

আজ দু-তিন দিন ধরে প্যারিসে ক্রমাগত বৃষ্টি হচ্ছে। ফ্রান্সের প্রতি সদা সদয় সূর্যদেব আজ ক-দিন বিরূপ। নানাদিগ্‌দেশাগত শিল্প, শিল্পী, বিদ্যা ও বিদ্বানের পশ্চাতে গূঢ়ভাবে প্রবাহিত ইন্দ্রিয়বিলাসের স্রোত দেখে ঘৃণায় সূর্যের মুখ মেঘকলুষিত হয়েছে, অথবা কাষ্ঠ বস্ত্র ও নানারাগরঞ্জিত এ মায়া অমরাবতীর আশু বিনাশ ভেবে তিনি দুঃখে মেঘাবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকলেন।

আমারাও পালিয়ে বাঁচি -- এগজিবিশন ভাঙা এক বৃহৎ ব্যাপার। এই ভূস্বর্গ, নন্দনোপম প্যারিসের রাস্তা এক হাঁটু কাদা চুন বালিতে পূর্ণ হবেন। দু-একটা প্রধান ছাড়া এগজিবিশনের সমস্ত বাড়ি-ঘর-দোরই, কাটকুটরো, ছেঁড়া ন্যাতা, আর চুনকামের খেলা বইত নয় -- যেমন সমস্ত সংসার! তা যকন ভাঙতে থাকে সে চুনের গুঁড়ো উড়ে দম আটকে দেয়; ন্যাতাচোতায়, বালি প্রভৃতিতে পথ ঘাট কদর্য করে তোলে; তার উপর বৃষ্টি হলেই সে বিরাট কান্ড!

২৪শে অক্টোবর সন্ধ্যার সময় ট্রেন প্যারিস ছাড়লো; অন্ধকার রাত্রি -- দেখবার কিছুই নাই। আমি আর মস্যিয় বোওয়া এক কামরায় -- শীঘ্র শীঘ্র শয়ন করলুম। নিদ্রা হতে উঠে দেখি, আমরা ফরাসী সীমানা ছাড়িয়ে জার্মান সাম্রাজ্যে উপস্থিত। জার্মানি পূর্বে বিশেষ করে দেখা আছে; তবে ফ্রান্সের পর জাম্রানি --বড়ই প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব। 'যাত্যেকতোহস্তশিখরঙ পতিরোষধীনাং' -- এক দিকে ভুবনস্পর্শী ফ্রান্স, প্রতিহিংসানলে পুড়ে পুড়ে আস্তে আস্তে খাক হয়ে যাচ্চে; আর এক দিকে কেন্দ্রীকৃত নূতন মহাবল জার্মানি মহাবেগে উদয়শিখরাভিমুখে চলেছে। কৃষ্ণকেশ, আপেক্ষাকৃত খর্বকায়, শিল্পপ্রাণ, বিলাসপ্রিয়, অতি সুসভ্য ফরাসীর শিল্পবিন্যাস; আর এক দিকে হিরণাকেশ, দীর্ঘকার, দিঙ্নাগ জার্মানির স্থূলহস্তাবলেপ। প্যারিসের পর পাশ্চাত্য জগতে আর নগরী নাই, সব সেই প্যারিসের নকল -- অন্ততঃ চেষ্টা। কিন্তু ফরাসীতে সে শিলপসুষমার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য; জার্মানে, ইংরেজে, আমেরিকে সে অনুকরণ, স্থূল। ফরাসী বলবিন্যাসও যেন রূপপূর্ণ; জার্মানির রূপবিকাশ-চেষ্টাও বিভীষণ। ফরাসী প্রতিভার মুখমন্ডল ক্রোধাক্ত হলেও সুন্দর; জার্মান প্রতিভার মধুর হাস্য-বিমন্ডিত আননও যেন ভয়ঙ্কর। ফরাসীর সভ্যতা স্নায়ুময়, কর্পূরের মতো -- কস্তুরীর মতো এক মুহূর্তে উড়ে ঘর দোর ভরিয়ে দেয়; জার্মান সভ্যতা পেশীময়, সীসার মতো -- পারার মতো ভারি, যেখানে পড়ে আছে তো পড়েই আছে। জার্মানের মাংসপেশী ক্রমাগত অশ্রান্তভাবে ঠুকঠাক হাতুড়ি আজন্ম মারতে পারে; ফরাসীর নরম শরীর -- মেয়েমানুষের মতো; কিন্তু যখন কেন্দ্রীভূত হয়ে আঘাত করে, সে কামারের এক ঘা; তার বেগ সহ্য করা বড়ই কঠিন।

জার্মান ফরাসীর নকলে বড় বড় বাড়ি অট্টালিকা বানাচ্ছেন, বৃহৎ বৃহৎ মূর্তি -- অশ্বারোহী, রথী -- সে প্রাসাদের শিখরে স্থাপন করছেন, কিন্তু জার্মানের দোতলা বাড়ি দেখলেও জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয়, এ বাড়ি কি মানুষের বাসের জন্যে, না হাতি-উটের 'তবেলা'? আর ফরাসীর পাঁচতলা হাতি-ঘোড়া রাখবার বাড়ি দেখে ভ্রম হয় যে, এ বাড়িতে বুঝি পরীতে বাস করবে!

আমেরিকা জার্মান-প্রবাহে অনুপ্রাণিত, লক্ষ লক্ষ জার্মান প্রত্যেক শহরে। ভাষা ইংরেজী হলে কি হয়, আমেরিকা আস্তে আস্তে 'জার্মানিত'[৯] হয়ে যাচ্চে। জার্মানির প্রবল বংশবিস্তার; জার্মান বড়ই কষ্টসহিষ্ণু। আজ জার্মানি ইওরোপের আদেশদাতা, সকলের উপর! অন্যান্য জাতের অনেক আগে জার্মানি প্রত্যেক নরনারীকে রাজদন্ডের ভয় দেখিয়ে বিদ্যা শিখিয়েছে; আজ সে বৃক্ষের ফল ভোজন করছে। জার্মানির সৈন্য প্রতিষ্ঠায় সর্বশ্রেষ্ঠ; জার্মানি প্রাণপণ করেছে যুদ্ধপোতেও সর্বশ্রেষ্ঠ হতে; জার্মানির পণ্যনির্মাণ ইংরেজকেও পরাভূত করেছে! ইংরেজের উপনিবেশেও জার্মান পণ্য, জার্মান মনুষ্য ধীরে ধীরে একাধিপত্য লাভ করছে; জার্মানির সম্রাটের আদেশে সর্বজাতি চীনক্ষেত্রে[১০] অবনত মস্তকে জার্মান সেনাপতির অধীনতা স্বীকার করছেন!

সারাদিন ট্রেন জার্মানির মধ্য দিয়ে চলল; বিকাল বেলা জার্মান আধিপত্যের প্রাচীন কেন্দ্র -- এখন পররাজ্য -- অস্ট্রিয়ার সীমানায় উপস্থিত! এ ইওরোপে বেড়াবার কতকগুলি জিনিসের উপর বেজায় শুল্ক; অথবা কোন কোন পণ্য সরকারের একচেটে, যেমন তামাক। আবার রুশ ও তুর্কিতে তোমার রাজার ছাড়পত্র না থাকলে একেবারে প্রবেশ নিষেধ; ছাড়পত্র অর্থাৎ পাসপোর্ট একান্ত আবশ্যক। তা ছাড়া রুশ এবং তুর্কিতে, তোমার বইপত্র কাগজ সব

[৯] Germanised
[১০] চীনের যুদ্ধক্ষেত্রে

কেড়ে নেবে; তারপর তারা পড়ে শুনে যদি বোঝে যে তোমার কাছে তুর্কির বা রুশের রাজত্বের বা ধর্মের বিপক্ষে কোনও বই-কাগজ নেই, তাহলে তা তখন ফিরিয়ে দেবে -- নতুবা সেসব বইপত্র বাজেয়াপ্ত করে নেবে। অন্য অন্য দেশে এ পোড়া তামাকের হাঙ্গামা বড়ই হাঙ্গামা। সিন্দুক, প্যাঁটরা, গাঁটরি -- সব খুলে দেখাতে হবে, তামাক প্রভৃতি আছে কিনা। আর কনস্টান্টিনোপল আসতে গেলে দুটো বড় -- জার্মানি আর অস্ট্রিয়া এবং অনেকগুলো ক্ষুদে দেশের মধ্য দিয়ে আসতে হয়; ক্ষুদেগুলো পূর্বে তুরস্কের পরগণা ছিল, এখন স্বাধীন ক্রিশ্চান রাজারা একত্র হয়ে মুসলমানের হাত থেকে যতগুলো পেরেছে, ক্রিশ্চানপূর্ণ পরগণা ছিনিয়ে নিয়েছে। এ ক্ষুদে পিঁপড়ের কামড় ডেওদের চেয়েও অনেক অধিক।

অস্ট্রিয়া ও হুঙ্গারি

২৫শে অক্টোবর সন্ধ্যার পর ট্রেন অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরীতে পৌঁছল। অস্ট্রিয়া ও রুশিয়ার রাজবংশীয় নর-নারীকে আর্ক-ড্যুক ও আর্ক-ডচেস বলে। এ ট্রেনে দুজন আর্ক-ড্যুক ভিয়েনায় নাববেন; তাঁরা না নাবলে অন্যান্য যাত্রীর আর নাববার অধিকার নাই। আমরা অপেক্ষা করে রইলুম। নানাপ্রকার জরিবুটা-র উর্দি-পরা জনকতক সৈনিক পুরুষ এবং পর-লাগানো (feathered) টুপি মাথায় জনকতক সৈন্য আর্ক-ড্যুকদের জন্য অপেক্ষা করছিল। তাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আর্ক-ড্যুকদ্বয় নেমে গেলেন। আমরাও বাঁচলুম -- তাড়াতাড়ি নেমে সিন্দুকপত্র পাস করাবার উদ্যোগ করতে লাগলুম। যাত্রী অতি অল্প; সিন্দুকপত্র দেখিয়ে ছাড় করাতে বড় দেরি লাগলো না। পূর্ব হতে এক হোটেল ঠিকানা করা ছিল; সে হোটেলের লোক গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। আমরাও যথাসবয়ে হোটেলে উপস্থিত হলুম। সে রাত্রে আর দেখা শুনা কি হবে -- পরদিন প্রাতঃকালে শহর দেখতে বেরুলুম।

সমস্ত হোটেলেই এবং ইওরোপের ইংলন্ড ও জার্মানি ছাড়া প্রায় সকল দেশেই ফরাসী চাল। হিঁদুদের মতো দুবার খাওয়া। প্রাতঃকালে অর্থাৎ ৮।৯টার সময় একটু কাফি পান করা। চায়ের চাল -- ইংলন্ড ও রুশিয়া ছাড়া অন্যত্র বড়ই কম। দিনের ভোজনের ফরাসী নাম 'দেজুনে'[১১] অর্থাৎ উপবাসভঙ্গ, ইংরেজী 'ব্রেকফাস্ট'। সায়ংভোজনের নাম 'দিনে', ইং -- 'ডিনার'। চা পানের ধুম রুশিয়াতে অত্যন্ত -- বেজায় ঠান্ডা, আর চীন-সন্নিকট। চীনের চা খুব উত্তম চা -- তার অধিকাংশ যায় রুশে। রুশের চা-পানও চীনের অনুরূপ, অর্থাৎ দুগ্ধ মেশানো নেই। দুধ মেশালে চা বা কাফি বিষের ন্যায় অপকারক! আসল চা-পায়ী জাতি চীনে, জাপানী, রুশ, মধ্য আশিয়াবাসী বিনা দুগ্ধে চা পান করে; তদ্বৎ আবার তুর্ক প্রভৃতি আদিম কাফিপায়ী জাতি বিনা দুগ্ধে কাফি পান করে। তবে রুশিয়ায় তার মধ্যে একটু পাতিনেবু এবং এক ডেলা চিনি চায়ের মধ্যে ফেলে দেয়। গরিবেরা এক ডেলা চিই মুখের মধ্যে রেখে তার উপর দিয়ে চা পান করে এবং এক জনের পান শেষ হলে আর একজনকে সে চিনির ডেলাটা বার করে দেয়। সে ব্যক্তিও সে ডেলাটা মুখের মধ্যে রেখে পূর্ববৎ চা পান করে।

ভিয়েনা শহর -- প্যারিসের নকলে ছোট শহর। তবে অস্ট্রিয়ানরা হচ্চে জাতিতে জার্মান। অস্ট্রিয়ার বাদশা এতকাল প্রায় সমস্ত জার্মানির বাদশা ছিলেন। বর্তমান সময়ে প্রুশরাজ ভিলহেলমের দূরদর্শিতায়, মন্ত্রিবর বিসমার্কের অপূর্ব বুদ্ধিকৌশলে, আর সেনাপতি ফন মল্টকির যুদ্ধপ্রতিভায় প্রুশরাজ অস্ট্রিয়া ছাড়া সমস্ত জার্মানির একাধিপতি বাদশা। হতশ্রী হতবীর্য অস্ট্রিয়া কোনও মতে পূর্বকালের নাম-গৌরব রক্ষা করছেন। অস্ট্রিয় রাজবংশ -- হ্যাপসবর্গ বংশ, ইওরোপের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও অভিজাত রাজবংশ। যে জার্মান রাজন্যকুল ইওরোপের প্রায় আর্বদেশেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, যে জার্মানির ছোট ছোট করদ রাজা ইংলন্ড ও রুশিয়াতেও মহাবল সাম্রাজ্যশীর্ষে সিংহাসন স্থাপন করেছে, সেই জার্মানির বাদশা এতকাল ছিল এই অস্ট্রিয় রাজবংশ। সে মান, সে গৌরবের ইচ্ছা সম্পূর্ণ

[১১] Dejeuner

অস্ট্রিয়ার রয়েছে -- নাই শক্তি। তুর্ককে ইওরোপের 'আতুর বৃদ্ধ পুরুষ'[১২] বলে; অস্ট্রিয়াকে 'আতুরা বৃদ্ধা স্ত্রী' বলা উচিত।

অস্ট্রিয়া ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত; সেদিন পর্যন্ত অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের নাম ছিল -- 'পবিত্র রোম সাম্রাজ্য'। বর্তমান জার্মানি প্রোটেস্টান্ট-প্রবল; অস্ট্রিয় সম্রাট চিরকাল পোপের দক্ষিণ হস্ত, অনুগত শিষ্য, রোমক আম্প্রদায়ের নেতা। এখন ইওরোপে ক্যথলিক বাদশা কেবল এক অস্ট্রিয় সম্রাট; ক্যাথলিক সঙ্ঘের 'বড় মেয়ে' ফ্রান্স এখন প্রজাতন্ত্র; স্পেন পোর্তুগাল অধঃপতিত! ইতালী পোপের সিংহাসনমাত্র স্থাপনের স্থান দিয়রছে; পোপের ঐশ্বর্য, রাজ্য, সমস্ত কেড়ে নিয়েছে; ইতালীর রাজা আর রোমের পোপে মুখ-দেখাদেখি নাই, বিশেষ শত্রুতা। পোপের রাজধানী রোম এখন ইতালীর রাজধানী; পোপের প্রাচীন প্রাসাদ দখল করে রাজা বাস করছেন; পোপের প্রাচীন ইতালীরাজ্য একন পোপের ভ্যাটিকান (Vatican)-প্রাসাদের চতুঃসীমায় আবদ্ধ! কিন্তু পোপের ধর্মসম্বন্ধে প্রাধান্য এখনও অনেক -- সে ক্ষমতায় বিশেষ সহায় অস্ট্রিয়া। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অথবা পোপ-সহায় অস্ট্রিয়ার বহুকালব্যাপী দাসত্বের বিরুদ্ধে -- নব্য ইতালীর অভ্যুত্থান। অস্ট্রিয়া কাজেই বিপক্ষ, ইতালী খুইয়ে বিপক্ষ। মাঝখান থেকে ইংলন্ডের কুপরামর্শে নবীন ইতালী মহাসৈন্য-বল, রণপোত-বল সংগ্রহে বদ্ধপরিকর হল। সে টাকা কোথায়? ঋণজালে জড়িত হয়ে ইতালী উৎসন্ন যাবার দশায় পড়েছে; আবার কোথা হতে উৎপাত -- আফ্রিকায় রাজ্য বিস্তার করতে গেল। হাবশি বাদশার কাছে হেরে, হতশ্রী হতমান হয়ে বসে পড়েছে। এ দিকে প্রুশিয়া মহাযুদ্ধে হারিয়ে অস্ট্রিয়াকে বহুদূর হঠিয়ে দিলে। অস্ট্রিয়া ধীরে ধীরে মরে যাচ্চে, আর ইতালী নব জীবনের অপব্যবহারে তদ্বৎ জালবদ্ধ হয়েছে।

অস্ট্রিয়ার রাজবংশের এখনও ইওরোপের সকল রাজবংশের অপেক্ষা গুমর। তাঁরা অতি প্রাচীন, অতি বড় বংশ! এ বংশের বে-থা বড় দেখে-শুনে হয়। ক্যাথলিক না হলে সে বংশের সঙ্গে বে-থা হয়ই না! এই বড় বংশের ভাঁওতায় পড়ে মহাবীর ন্যাপোলঅঁর অধঃপতন!! কোথা হতে তাঁর মাথায় ঢুকলো যে, বড় রাজবংশের মেয়ে বে করে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে এক মহাবংশ স্থাপন করবেন। যে বীর, 'আপনি কোন্ বংশে অবতীর্ণ?' -- এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, 'আমি কারু বংশের সন্তান নই, আমি মহাবংশের স্থাপক', অর্থাৎ আমা হতে মহিমান্বিত বংশ চলবে, আমি কোন পূর্বপুরুষের নাম নিয়ে বড় হতে জন্মাইনি, সেই বীরের এ বংশমর্যাদারূপ অন্ধকূপে পতন হল!

রাজ্ঞী জোসেফিনকে পরিত্যাগ, যুদ্ধে পরাজয় করে অস্ট্রিয়ার বাদশার কন্যা-গ্রহণ, মহা-সমারোহে অস্ট্রিয় রাজকন্যা মেরী লুইসের সহিত বোনাপার্টের বিবাহ, পুত্রজন্ম, সদ্যোজাত শিশুকে রোমরাজ্যে অভিষিক্ত-করণ, ন্যাপোলঁঅর পতন, শ্বশুরের শত্রুতা, লাইপজিগ, ওয়াটারলু, সেন্ট হেলেনা, রাজ্ঞী মেরী লুইসের সপুত্র পিতৃগৃহে বাস, সামান্য সৈনিকের সহিত বোনাপার্ট-সম্রাজ্ঞীর বিবাহ, একমাত্র পুত্র রোমরাজের মাতামহ গৃহে মৃত্যু -- এ সব ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কথা।

ফ্রান্স এখন অপেক্ষাকৃত দুর্বল অবস্থায় পড়ে প্রাচীন গৌরব স্মরণ করছে -- আজকাল ন্যাপোলঅঁ-সংক্রান্ত পুস্তক অনেক। সার্দ[১৩] প্রভৃতি নাট্যকার গত ন্যাপোলঅঁ সম্বন্ধে অনেক নাটক লিখছেন; মাদাম বার্নহার্ড, রেজাঁ প্রভৃতি অভিনেত্রী কফেলাঁ প্রভৃতি অভিনেতাগণ যে সব পুস্তক অভিনয় করে প্রতি রাত্রে থিয়েটার ভরিয়ে ফেলেছে। সম্প্রতি 'লেগলঁ'[১৪] (গরুড়-শাবক) নামক এক পুস্তক অভিনয় করে মাদাম বার্নহার্ড প্যারিস নগরীতে বহা আকর্ষণ উপস্থিত করেছেন।

---

[১২] The sick man of Europe
[১৩] Sardou
[১৪] L'aiglon (the Young Eagle)

'গরুড়-শাবক' হচ্ছে বোনাপার্টের একমাত্র পুত্র, মাতামহ-গৃহে ভিয়েনার প্রাসাদে এক রকম নজরবন্দী। অস্ট্রীয় বাদশার মন্ত্রী, চাণক্য মেটারনিক বালকের মনে পিতার গৌরব-কাহিনী -- যাতে একেবারে না স্থান পায়, সে বিষয়ে সদা সচেষ্ট। কিন্তু দুজন পাঁচজন বোনাপার্টের পুরাতন সৈনিক নানা কৌশলে সানব্রান-প্রাসাদে (Schonbrunn Palace) অজ্ঞাতভাবে বালকের ভৃত্যত্বে গৃহীত হল; তাদের ইচ্ছা -- কোন রকমে বালককে ফ্রান্সে হাজির করা এবং সমবেত ইওরোপীয় রাজন্যগণ-পুনঃস্থাপিত বুরবঁ বংশকে তাড়িয়ে দিয়ে বোনাপার্ট-বংশ স্থাপন করা। শিশু মহাবীর-পুত্র; পিতার রণ-গৌরবকাহিনী শুনে সে সুপ্ত তেজ অতি শীঘ্রই জেগে উঠল। চক্রান্তকারীদের সঙ্গে বালক সানব্রান-প্রাসাদ হতে একদিন পলায়ন করলে; কিন্তু মেটারনিকের তীক্ষ্ণবুদ্ধি পূর্ব হতেই টের পেয়েছিল, সে যাত্রা বন্ধ করে দিলে। বোনাপার্ট-পুত্রকে সানব্রান-প্রাসাদে ফিরিয়ে আনলে; -- বদ্ধপক্ষ 'গরুড় শিশু' ভগ্নহৃদয়ে অতি অল্পদিনেই প্রাণত্যাগ করলে!

এ সানব্রান-প্রাসাদ সাধারণ প্রাসাদ; অবশ্য ঘর-দোর খুব সাজানো বটে; কোন ঘরে খালি চীনের কাজ, কোন ঘরে খালি হিন্দু হাতের কাজ, কোন ঘরে অন্য দেশের -- এই প্রকার; প্রাসাদাস্থ উদ্যান অতি মনোরম বটে, কিন্তু এখন যত লোক এ প্রাসাদ দেখতে যাচ্চে, সব বোনাপার্ট-পুত্র যে ঘরে শুতেন, যে ঘরে পড়তেন, যে ঘরে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল -- সেই দেখতে যাচ্চে। অনেক আহাম্মক ফরাসী-ফরাসিনী রক্ষিপুরুষকে জিজ্ঞাসা করছে, 'এগ্‌লঁ'র ঘর কোন্‌টা, কোন্ বিছানায় 'এগ্‌লঁ' শুতেন!! মর্ আহাম্মক, এরা জানে বোনাপার্টের ছেলে। এদের মেয়ে জুলুম করে কেড়ে নিয়ে হয়েছিল সম্বন্ধ; সে ঘৃণা এদের আজও যায় না। নাতি -- রাখতে হয়, নিরাশ্রয় -- রেখেছিল। তারা 'রোমরাজ' প্রভৃতি কোন উপাধিই দিত না; খালি অস্ট্রিয়ার নাতি -- কাজেই ড্যুক, বস্। তাকে এখন তোরা 'গরুড়-শিশু' করে এক বই লিখেছিস, আর তার উপর নানা কল্পনা জুটিয়ে, মাদাম বার্নহার্ডের প্রতিভায় একটা খুব আকর্ষণ হয়েছে; কিন্তু এ অস্ট্রিয় রক্ষী সে নাম কি করে জানবে বল? তার উপর সে বইয়ে লেখা হয়েছে যে ন্যাপোলঅঁ-পুত্রকে অস্ট্রিয়ার বাদশা মেটারনিক মন্ত্রীর পরামর্শে একরকম মেরেই ফেললেন। রক্ষী -- 'এগ্‌লঁ' শুনে, মুখ হাঁড়ি করে গজগজ করতে করতে ঘর-দোর দেখাতে লাগলো; কি করে, বকশিশটা ছাড়া বড়ই মুশকিল। তার উপর, এসব আস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশে সৈনিক বিভাগে বেতন নাই বললেই হল, এক রকম পেটভাতায় থাকতে হয়; অবশ্য কয়েক বৎসর পরে ঘরে ফিরে যায়। রক্ষীর মুখ অন্ধকার হয়ে স্বদেশ-প্রিয়তা প্রকাশ করলে, হাত কিন্তু আপনা হতেই বকশিশের দিকে চলল। ফরাশির দল রক্ষীর হাতকে রৌপ্য-সংযুক্ত করে, 'এগ্‌লঁ'র গল্প করতে করতে আর মেটারনিককে গাল দিতে দিতে ঘরে ফিরল; রক্ষী লম্বা সেলাম করে দোর বন্ধ করলে। মনে মনে সমগ্র ফরাসী জাতির বাপন্ত-পিতন্ত অবশ্যই করেছিল।

ভিয়েনা শহরে দেখবার জিনিস মিউজিয়ম, বিশেষ বৈজ্ঞানিক মিউজিয়ম। বিদ্যার্থীর বিশেষ উপারক স্থান। নানাপ্রকার প্রাচীন লুপ্ত জীবের অস্থ্যাদি সংগ্রহ অনেক। চিত্রশালিকায় ওলন্দাজ চিত্রকরদের চিত্রই অধিক। ওলন্দাজি সম্প্রদায়ে রূপ বার করবার চেষ্টা বড়ই কম; জীবপ্রকৃতির অবিকল অনুকরণেই এ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য। একজন শিল্পী বছর কতক ধরে এক ঝুড়ি মাছ এঁকেছে, না হয় এক থান মাংস, না হয় এক গ্লাস জল -- সে মাছ, মাংস, গ্লাসে জল চমৎকারজনক! কিন্তু ওলন্দাজ সম্প্রদায়ের মেয়ে-চেহারা সব যেন কুস্তিগির পালোয়ান!!

ভিয়েনা শহরে, জার্মান পান্ডিত্য বুদ্ধিবল আছে, কিন্তু যে কারণে তুর্কি ধীরে ধীরে অবসন্ন হয়ে গেল, সেই কারণ এথায়ও বর্তমান -- অর্থাৎ নানা বিভিন্ন জাতি ও ভাষার সমাবেশ। আসল অস্ট্রিয়ার লোক জার্মান-ভাষী, ক্যাথলিক; হুঙ্গারির লোক তাতারবংশীয়, ভাষা আলাদা; আবার কতক গ্রীকভাষী, গ্রীকমতের ক্রিশ্চান। এ সকল বিভিন্ন সমপ্রদায়কে একীভূতকরণের শক্তি অস্ট্রিয়ার নেই। কাজেই অস্ট্রিয়ার অধঃপতন।

বর্তমানকালে ইওরোপখন্ডে জাতীয়তার এক মহাতরঙ্গের প্রাদুর্ভাব। এক ভাষা, এক ধর্ম, এক জাতির সমস্ত

লোকের একত্র সমাবেশ সুসিদ্ধ হচ্চে, সেথায়ই মহাবলের প্রাদুর্ভাব হচ্চে; যেথায় তা অসম্ভব, সেথায়ই নাশ। বর্তমান অস্ট্রিয় সম্রাটের মৃত্যুর পর অবশ্যই জার্মান অস্ট্রিয় সাম্রাজ্যের জার্মানভাষী অংশটুকু উদরসাৎ করবার চেষ্টা করবে, রুশ প্রভৃতি অবশ্যই বাধা দেবে; মহা আহবের সম্ভাবনা; বর্তমান সম্রাট অতি বৃদ্ধ -- সে দুর্যোগ আশুসম্ভাবী। জার্মান সম্রাট তুর্কির সুলতানের আজকাল সহায়; সে সময়ে যখন জার্মানি অস্ট্রিয়া-গ্রাসে মুখ-ব্যাদান করবে, তখন রুশ-বৈরী তুর্ক, রুশকে কতক-মতক বাধা তো দেবে, কাজেই জার্মান সম্রাট তুর্কের সহিত বিশেষ মিত্রতা দেখাচ্চেন।

ভিয়েনায় তিন দিন -- দিক করে দিলে। প্যারিসের পর ইওরোপ দেখা -- চর্ব্যচুষ্য খেয়ে তেঁতুলের চাটনি চাকা; সেই কাপড়চোপড়, খাওয়া-দাওয়া, সেই সব এক ঢঙ, দুনিয়াসুদ্ধ সেই এক কিম্ভূত কালো জামা, সেই এক বিকট টুপি! তার উপর -- উপরে মেঘ আর নিচে পিল্ পিল্ করছে এই কালো টুপি, কালো জামার দল; দম যেন আটকে দেয়। ইওরোপ সুদ্ধ সেই এক পোশাক, সেই এক চাল-চলন হয়ে আসছে! প্রকৃতির নিয়ম -- ঐ সবই মৃত্যুর চিহ্ন! শত শত বৎসর কসরত করিয়ে আমাদের আর্যেরা আমাদের এমনি কাওয়াজ করিয়ে দেছেন যে, আমরা এক ঢঙে দাঁত মাজি, মুখ ধুই, খাওয়া খাই, ইত্যাদি ইত্যাদি; ফল -- আমরা ক্রমে ক্রমে যন্ত্রগুলি হয়ে গেছি; প্রাণ বেরিয়ে গেছে, খালি যন্ত্রগুলি ঘুরে বেড়াচ্চি! যন্ত্রে 'না' বলে না, 'হ্যাঁ' বলে না, নিজের মাথা ঘামায় না, 'যেনাস্য পিতরো যাতাঃ' -- (বাপ দাদা যে দিক দিয়ে গেছে) সে দিকে চলে যায়, তারপর পচে মরে যায়। এদেরও তাই হবে! 'কালস্য কুটিলা গতিঃ' -- সব এক পোষাক, এক খাওয়া, এক ধাঁজে কথা কওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি -- হতে হতে ক্রমে সব যন্ত্র, ক্রমে সব 'যেনাস্য পিতরো যাতাঃ' হবে, তারপর পচে মরা!!

২৮শে অক্টোবর রাত্রি ৯টার সময় সেই ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস ট্রেন আবার ধরা হল। ৩০শে অক্টোবর ট্রেন পৌঁছুল কনস্টান্টিনোপলে। এ দু-রাত ট্রেন চলল হুঙ্গারি, সর্বিয়া এবং বুলগেরিয়ার মধ্য দিয়ে। হুঙ্গারির অধুবাসী অস্ট্রিয় সম্রাটের প্রজা। কিন্তু অস্ট্রিয় সম্রাটের উপাধি 'অস্ট্রিয়ার সম্রাট ও হুঙ্গারির রাজা'। হুঙ্গারির লোক এবং তুর্কীরা একই জাত, তিব্বতির কাছাকাছি। হুঙ্গাররা কাস্পিয়ান হ্রদের উত্তর দিয়ে ইওরোপে প্রবেশ করেছে, আর তুর্করা আস্তে আস্তে পারস্যের পশ্চিম প্রান্ত হয়ে আশিয়া-মিনর[১৫] হয়ে ইওরোপ দখল করেছে। হুঙ্গারির লোক ক্রিশ্চান, তুর্ক মুসলমান। কিন্তু সে তাতার রক্তের যুদ্ধপ্রিয়তা উভয়েই বিদ্যমান। হুঙ্গাররা অস্ট্রিয়া হতে তফাৎ হবার জন্য বারংবার যুদ্ধ করে এখন কেবল নামমাত্র একত্র। অস্ট্রিয়া সম্রাট নামে হুঙ্গারির রাজা। এদের রাজধানী বুডাপেস্ত অতি পরিস্কার সুন্দর শহর। হুঙ্গার জাতি আনন্দপ্রিয়, সঙ্গীতপ্রিয় -- প্যারিসের সর্বত্র হুঙ্গারিয়ান ব্যান্ড।

তুরস্ক

সর্বিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি তুর্কীর জেলা ছিল -- রুশযুদ্ধের পর প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন; তবে সুলতান এখনও বাদশা, এবং সর্বিয়া-বুলগেরিয়ার পররাষ্ট্রসংক্রান্ত কোন অধিকার নেই। ইওরোপে তিন জাত সভ্য -- ফরাসী, জার্মান, আর ইংরেজ। বাকিদের দুর্দশা আমাদের মতো, অধিকাংশ এত অসভ্য যে, এশিয়ায় এত নীচ কোনও জাত নেই। সর্বিয়া-বুলগেরিয়াময় সেই মেটে ঘর, ছেঁড়া ন্যাকড়া-পরা মানুষ, আবর্জনারাশি -- মনে হয় বুঝি দেশে এলুম! আবার ক্রিশ্চান কি না -- দু-চারটা শুয়োর অবশ্যই আছে। দুশো অসভ্য লোকে যা ময়লা করতে পারে না, একটা শোরে তা করে দেয়। মেটে ঘর, তার মেটে ছাদ, ছেঁড়া ন্যাতা-চোতা পরনে, শূকরসহায় সর্বিয়া বা বুলগার! বহু রক্তস্রাবে, বহু যুদ্ধের পর, তুর্কের দাসত্ব ঘুচেছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিষম উৎপাত -- ইওরোপী ঢঙে ফৌজ গড়তে হবে, নইলে কারু একদিনও নিস্তার নেই। অবশ্য দুদিন আগে বা পরে ওসব রুশের উদরসাৎ হবে, কিন্তু তবুও সে

[১৫] Asia Minor

দুদিন জীবন অসম্ভব -- ফৌজ বিনা! 'কনসক্রিপশন্' চাই।

কুক্ষণে ফ্রান্স জার্মানির কাছে পরাজিত হল। ক্রোধে আর ভয়ে ফ্রান্সদেশসুদ্ধ লোককে সেপাই করলে। পুরুষমাত্রকেই কিছুদিনের জন্য সেপাই হতে হবে -- যুদ্ধ শিখতে হবে; কারু নিস্তার নেই। তিন বৎসর বারিকে (barrack) বাস করে -- ক্রোড়পতির ছেলে হোক না কেন, বন্দুক ঘাড়ে যুদ্ধ শিখতে হবে। গবর্নমেন্ট খেতে পরতে দেবে, আর বেতন রোজ এক পয়সা। তারপর তাকে দু-বৎসর সদা প্রস্তুত থাকতে হবে নিজের ঘরে; তারপর আরও ১৫ বৎসর তাকে দরকার হলেই যুদ্ধের জন্য হাজির হতে হবে। জার্মানি সিঙ্গি খেপিয়েছে -- তাকেও কাজেকাজেই তৈয়ার হতে হল; অন্যান্য দেশেও এর ভয়ে ও, ওর ভয়ে এ -- সমস্ত ইওরোপময় ঐ কনসক্রিপশন, এক ইংলন্ড ছাড়া। ইংলন্ড দ্বীপ, জাহাজ ক্রমাগত বাড়াচ্চে; কিন্তু এ বোয়ার যুদ্ধের শিক্ষা পেয়ে বোধ হয় কনসক্রিপশন্ বা হয়। রুশের লোকসংখ্যা সকলের চেয়ে অধিক, কাজেই রুশ সকলের চেয়ে বেশি ফৌজ খাড়া করে দিতে পারে। এখন এই যে সর্বিয়া বুলগেরিয়া প্রভৃতি বেচারাম দেশ-সব তুর্কীকে ভেঙে ইওরোপীরা বানাচ্চে, তাদের জন্ম না হতে হতেই আধুনিক সুশিক্ষিত সুসজ্জিত ফৌজ তোপ প্রভৃতি চাই; কিন্তু আখেরে সে পয়সা যোগায় কে? চাষা কাজেই ছেঁড়া ন্যাতা গায়ে দিয়েছে -- আর শহরে দেখবে কতকগুলো ঝাব্বাঝুব্বা পরে সেপাই। ইওরোপময় সেপাই, সেপাই -- সর্বত্রই সেপাই। তবু স্বাধীনতা এক জিনিস, গোলামি আর এক; পরে যদি জোর করে করায় তো অতি ভাল কাজও করতে ইচ্ছা যায় না। নিজের দায়িত্ব না থাকলে কেউ কোন বড় কাজ করতে পারে না। স্বর্ণশৃঙ্খলযুক্ত গোলামির চেয়ে একপেটা ছেঁড়া ন্যাকড়া-পরা স্বাধিনতা লক্ষগুণে শ্রেয়ঃ। গোলামের ইহলোকেও নরক, পরলোকেও তাই। ইওরোপের লোকেরা এই সর্বিয়া বুলগার প্রভৃতিদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করে -- তাদের ভুল অপারগতা নিয়ে ঠাট্টা করে। কিন্তু এতকাল দাসত্বের পর কি এক দিনে কাজ শিখতে পারে? ভুল করবে বইকি -- দু-শ করবে; করে শিখবে, শিকে ঠিক করবে। দায়িত্ব হাতে পড়লে অতি-দুর্বল সবল হয়, অজ্ঞান বিচক্ষণ হয়।

রেলগাড়ি হুঙ্গারি, রোমানী[১৬] প্রভৃতি দেশের মধ্য দিয়ে চলল। মৃতপ্রায় অস্ট্রিয় সাম্রাজ্যে যে সব জাতি বাস করে, তাদের মধ্যে হুঙ্গারিয়ানে জীবনীশক্তি এখনও বর্তমান। যাকে ইওরোপীয় মনীষিগণ ইন্দো-ইওরোপিয়ান বা আর্যজাতি বলেন, ইওরোপে দু-একটি ক্ষুদ্র জাতি ছাড়া আর সমস্ত জাতি সেই মহাজাতির অন্তর্গত। যে দু-একটি জাতি সংস্কৃত-সম ভাষা বলে না, হুঙ্গারিয়ানেরা তাদের অন্যতম। হুঙ্গারিয়ানরা আর তুর্কী একই জাতি। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে এই মহাপ্রবল জাতি এশিয়া ও ইওরোপ খন্ডে আদিপত্য বিস্তার করেছে।

যে দেশকে এখন তুর্কীস্থান বলে, পশ্চিমে হিমালয় ও হিন্দুকোশ পর্বতের উপরে স্থিত সেই দেশেই এই তুর্কী জাতির আদি নিবাসভূমি। ঐ দেশের তুর্কী নাম 'চাগওই'। দিল্লীর মোগলবাদশাহ-বংশ, বর্তমান পারস্য-রাজবংশ, কনস্টান্টিনোপলপতি তুর্কবংশ ও হুঙ্গারিয়ান জাতি -- সকলেই সেই 'চাগওই' দেশ হতে ক্রমে ভারতবর্ষ আরম্ভ করে ইওরোপ পর্যন্ত আপনাদের অধিকার বিস্তার করেছে এবং আজও এই সকল বংশ আপনাদের 'চাগওই' বলে পরিচয় দেয় এবং এক ভাষায় কথাবার্তা কয়। এই তুর্কীরা বহুকাল পূর্বে অবশ্য অসভ্য ছিল। ভেড়া ঘোড়া গরুর পাল সঙ্গে, স্ত্রীপুত্র ডেরা-ডান্ডা সমেত, যেখানে পশুপালের চরবার উপযোগী ঘাস পেত, সেইখানে তাঁবু গেড়ে কিছু দিন বাস করত। ঘাস-জল সেখানকার ফুরিয়ে গেলে অন্যত্র চলে যেত। এখনও এই জাতির অনেক বংশ মধ্য-এশিয়াতে এই ভাবেই বাস করে। মোগল প্রভৃতি মধ্য-এশিয়াস্থ জাতিদের সহিত এদের ভাষাগত সম্পূর্ণ ঐক্য -- আকৃতিগত কিছু তফাৎ, মাথার গড়নে ও হনুর উচ্চতায় তুর্কের মুখ মোগলের সমাকার, কিন্তু মোগলদের মতো দুই চোখের মাঝে ব্যবধান অনেকটা বেশি। অনুমান হয় যে, বহুকাল হতে এই তুর্কী জাতির মধ্যে আর্য এবং সেমিটিক রক্ত পপ্রবেশ লাভ করেছে; সনাতন কাল হতে এই তুরস্ক জাতি বড়ই যুদ্ধপ্রিয়। আর এই জাতির সহিত সংস্কৃতভাষী, গান্ধারী ও ইরানির মিশ্রণে -- আফগান, খিলিজি, হাজারা, বরকজাই, ইউসাফজাই প্রভৃতি যুদ্ধপ্রিয়, সদা রণোন্মত্ত,

[১৬] Rumania

ভারতবর্ষের নিগ্রহকারী জাতিসকলের উৎপত্তি। অতি প্রাচীনকালে এই জাতি বারংবার ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তস্থ দেশসকল জয় করে বড় বড় রাজ্য সংস্থাপন করেছিল। তঘন এরা বৌদ্ধধর্মাবমম্বী ছিল, অথবা ভারতবর্ষ দখল করবার পর বৌদ্ধ হয়ে যেত। কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাসে হুষ্ক, যুষ্ক, কনিষ্ক নামক তিন প্রসিদ্ধ তুরস্ক সম্রাটের কথা আছে; এই কনিষ্কই 'মহাযান' নামে উত্তরাম্নায় বৌদ্ধধর্মের সংস্থাপক।

বহুকাল পরে ইহাদের অধিকাংশই মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে এবং বৌদ্ধধর্মের মধ্যে-এশিয়াস্থ গান্ধার, কাবুল প্রভৃতি প্রধান প্রধান কেন্দ্র সকল একেবারে উৎসন্ন করে দেয়। মুসলমান হওয়ার পূর্বে এরা যখন যে দেশ জয় করত, সে দেশের সভ্যতা বিদ্যা গ্রহণ করত; এবং অন্যান্য দেশের বিদ্যাবুদ্ধি আকর্ষণ করে সভ্যতা বিস্তারের চেষ্টা করত। কিন্তু মুসলমান হয়ে পর্যন্ত এদের যুদ্ধপ্রিয়তাটুকুই কেবল বর্তমান; বিদ্যা ও সভ্যতার নামগন্ধ নেই, বরং যে দেশ জয় করে, সে দেশের সভ্যতা ক্রমে ক্রমে নিভে যায়। বর্তমান আফগান, গান্ধার প্রভৃতি দেশের স্থানে স্থানে তাদের বৌদ্ধ পূর্বপুরুষদের নির্মিত অপূর্ব স্তূপ, মঠ, মন্দির, বিরাট মূর্তিসকল বিদ্যমান। তুর্কী-মিশ্রণ ও মুসলমান হবার ফলে সে সকল মন্দিরাদি প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে এবং আধুনিক আফগান প্রভড়তি এমন আসভ্য মূর্খ হয়ে গেছে যে, সকল প্রাচীন স্থাপত্য নকল করা দূরে থাকুক, জিন প্রভৃতি অপদেবতাদের নির্মিত বলে বিশ্বাস করে এবং মানুষের যে অত বড় কারখানা করা সাধ্য নয়, তা স্থির ধারণা করেছে।

বর্তমান পারস্য দেশের দুর্দশার প্রধান কারণ এই যে, রাজবংশ হচ্ছে প্রবল অসভ্য তুর্কীজাতি ও প্রজারা হচ্ছে অতি সুসভ্য আর্য -- প্রাচীন পারস্য জাতির বংশধর। এই প্রকারে সুসভ্য আর্যবংশোদ্ভব গ্রীক ও রোমদিগের শেষ রঙ্গভূমি কন্সটআন্টিনোপল সাম্রাজ্য মহাবল বর্বর তুরস্কের পদতলে উৎসন্ন গেছে। কেবল ভারতবর্ষের মোগল বাদশারা এ নিয়মের বহির্ভূত ছিল -- সেটা বোধ হয় হিন্দু ভাব ও রক্ত-সংমিশ্রণের ফল। রাজপুত বারট ও চারণদের ইতিহাসগ্রন্থে ভারতবিজেতা সমস্ত মুসলমান বংশই তুরস্ক নামে অভিহিত। এ অভিধানটি বড় ঠিক, কারণ ভারতবিজেতা মুসলমানবাহিনীচয় যে-কোন জাতিতেই পরিপূর্ণ থাক না কেন, নেতৃত্ব সর্বদা এই তুরস্ক জাতিতেই ছিল।

বৌদ্ধধর্মত্যাগী মুসলমান তুরস্কদের নেতৃত্বে বৌদ্ধ বা বৈদিকধর্মত্যাগী তুরস্কাধীন এবং তুরস্কের বাহুবল মুসলমানকৃত হিন্দুজাতির অংশবিশেষের দ্বারা পৈতৃক ধর্মে স্থিত অপর বিভাগদের বারংবার বিজয়ের নাম 'ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণ, জয় ও সাম্রাজ্য-স্থাপন'। এই তুরস্কদের ভাষা অবশ্যই তাদের চেহারার মতো বহু মিশ্রিত হয়ে গেছে, বিশেষতঃ যে সকল দল মাতৃভূমি চাগওই হতে যত দূরে গিয়ে পড়েছে, তাদের ভাষা তত মিশ্রিত হয়ে গেছে। এবার পারস্যের শা প্যারিস প্রদর্শনী দেখে কনস্টান্টিনোপল হয়ে রেলযোগে স্বদেশে গেলেন। দেশকালের অনেক ব্যাবধান থাকলেও, সুলতান ও শা সেই প্রাচীন তুর্কী মাতৃভাষায় কথোকপন করলেন। তবে সুলতানের তুর্কী -- ফার্সী, আরবী ও দু-চার গ্রীক শব্দে মিশ্রিত; শা-এর তুর্কী -- অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ।

প্রাচীনকালে এই চাগওই-তুরস্কের দুই দল ছিল। এক দলের নাম 'সাদা-ভেড়া'র দল, আর এক দলের নাম 'কালো-ভেড়া'র দল। দুই দলই জন্মভূমি কাশ্মীরের উত্তর ভাগ হতে ভেড়া চরাতে চরাতে ও দেশ লুটপাট করতে করতে ক্রমে কাস্পিয়ান হ্রদের ধারে এসে উপস্থিত হল। সাদা-ভেড়ারা কাস্পিয়ান হ্রদের উত্তর দিয়ে ইওরোপে প্রবেশ করলে এবং ধ্বংসাবশিষ্ট রোমরাজ্যের এক টুকরা নিয়ে হুঙ্গারি নামক রাজ্য স্থাপন করলে। কালো-ভেড়ারা কাস্পিয়ান হ্রদের দক্ষিন দিয়ে ক্রমে পারস্যের পশ্চিমভাগ অধিকার করে, ককেশাস পর্বত উল্লঙ্ঘন করে, ক্রমে আশিয়া-মিনর প্রভৃতি আরবদের রাজ্য দখল করে বসল; ক্রমে খলিফার সিংহাসন অধিকার করলে; ক্রমে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের যেটুকু বাকি ছিল, সেটুকু উদরসাৎ করলে। অতি প্রাচীনকালে এই তুরস্ক জাতি বড় সাপের পূজা করত। বোধ হয় প্রাচীন হিন্দুরা এদেরই নাগ-তক্ষকাদি বংশ বলত। তারপর এরা বৌদ্ধ হয়ে যায়; পরে যখন যে দেশ জয় করত, প্রায় সেই দেশের ধর্মই গ্রহণ করত। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে -- যে দু-দলের কথা আমরা

বলছি, তাদের মধ্যে সাদা ভেড়ারা ক্রিশ্চানদের জয় করে ক্রিশ্চান হয়ে গেল, কালো ভেড়ারা মুসলমানদের জয় করে মুসলমান হয়ে গেল। তবে এদের ক্রিশ্চানী বা মুসলমানীতে -- অনুসন্ধান করলে -- নাগপূজার স্তর এবং বৌদ্ধ স্তর এখনও পাওয়া যায়।

হুঙ্গারিয়ানরা জাতি এবং ভাষায় তুরস্ক হলেও ধর্মে ক্রিশ্চান -- রোমান ক্যাথলিক। সেকালে ধর্মের গোঁড়ামি -- ভাষা, রক্ত, দেশ প্রভৃতি কোন বন্ধনী মানত না। হুঙ্গারিয়ানদের সাহায্য না পেলে অস্ট্রিয়া প্রভৃতি ক্রিশ্চান রাজ্য অনেক সময়ে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হত না। বর্তমানকালে বিদ্যার প্রচার, ভাষাতত্ত্ব জাতিতত্ত্বের আবিষ্কার দ্বারা রক্তগত ও ভাষাগত একত্বের উপর অধিক আকর্ষণ হচ্চে, ধর্মগত একত্ব ক্রমে শিথিল হয়ে যাচ্চে। এইজন্য কৃতবিদ্য হুঙ্গারিয়ান ও তুরস্কদের মধ্যে একটা স্বজাতীয়ত্ব ভাব দাঁড়াচ্চে।

অস্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যের অন্তগর্ত হলেও হুঙ্গারি বারংবার তা হতে পৃথক্ হবার চেষ্টা করেছে। অনেক বিপ্লব-বিদ্রোহের ফলে এই হয়েছে যে হুঙ্গারি এখন নামে অস্ট্রিয় সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ আছে বটে, কিন্তু কার্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন। অস্ট্রীয় সম্রাটের নাম 'অস্ট্রিয়ার বাদশা ও হুঙ্গারির রাজা'। হুঙ্গারির সমস্ত আলাদা, এবং এখানে প্রজাদের ক্ষমতা সম্পূর্ণ। অস্ট্রিয় বাদশাকে এখানে নামমাত্র নেতা করে রাখা হয়েছে, এটুকু সম্বন্ধও বেশি দিন আকবে বলে বোধ হয় না! তুর্কী-স্বভাবসিদ্ধ রণকুশলতা, উদারতা প্রভৃতি গুণ হুঙ্গারিয়ানে প্রচুর বিদ্যমান। অপিচ মুসলমান না হওয়ায় -- সঙ্গীতাদি দেবদুর্লভ শিল্পকে শয়তানের কুহক বলে না ভাবার দরুন সঙ্গীত-কলায় হুঙ্গারিয়ানরা অতি কুশলী ও ইওরোপময় প্রসিদ্ধ।

পূর্বে আমার বোধ ছিল, ঠান্ডা দেশের লোক লঙ্কার ঝাল খায় না, ওটা কেবল উষ্ণপ্রধান দেশের কদভ্যাস। কিন্তু যে লঙ্কা খাওয়া হুঙ্গারিতে আরম্ভ হল ও রোমানী বুলগারী প্রভৃতিতে সপ্তমে পৌঁছল, তার কাছে বোধ হয় মান্দ্রাজীও হার মেনে যায়।